যুগান্তর

তারিখ 22 JUL 2005 পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

নোমানের ঘোষণায় ক্যাম্পাসে উল্লাস

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত সোমবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক পত্রে সরকারি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষাবর্ষ সমারম্ভ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এ ঘোষণা দেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, পশুসম্পদ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ নাজির আহমেদ, চট্টগ্রাম ডেইরি ফার্ম এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী প্রমুখ।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, চট্টগ্রামসহ এতদঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ছিল চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার সংবাদে গতকাল কলেজ ক্যাম্পাসে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। শিক্ষকরাও এই আনন্দে শরিক হন।

উল্লেখ্য, গত বছর চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামে ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবটি গত সোমবারের মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজ এখন শুরু করা হবে। ১৯৯৫ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর এ পর্যন্ত ১০টি ব্যাচে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে তিনটি ব্যাচ পাস করে বের হয়ে সবাই বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছে। অন্য একটি ব্যাচ পাস করার পর এখন ইন্টার্নি করছে। কলেজ ক্যাম্পাসটি বর্তমানে ১৮ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গত ক'বছরে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে একাডেমিক ভবনসহ বেশ কিছু ভবন নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে ১০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ চলছে, কলেজের যে অবকাঠামো রয়েছে তাই আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।